শিল্ডজয় ও জাতীয়তাবাদ

মোহনবাগানের শিল্ডজয়কে সমসাময়িক রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে উপনিবেশবিরোধী জাতীয়তাবাদের ধারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করে দেখার প্রয়াস ঐতিহাসিকদের মধ্যে নতুন নয়। বিশ শতকের প্রথম দশকেই বাঙালি ফুটবলকে শাসক-শাসিতের মধ্যেকার সামাজিক আদান-প্রদানের মাধ্যম ছাড়াও এক পুনর্সংজ্ঞাত পৌরুষ প্রকাশের উপায়রূপে দেখতে শুরু করেছিল। বুটপরা ইংরেজ সেনাদলের বিরুদ্ধে ফুটবলের মতো শারীরিক খেলায় খালি পায়ে বাঙালি

Scanned with CamScanner

যুবকদের লড়াই ও সাফল্য ইংরেজবিরোধী জাতীয় চেতনায় এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। বস্তুতপক্ষে, শিল্ডজয়ের প্রেক্ষাপটে আহত বাঙালি মানসিকতায় ফুটবলকে কেন্দ্র করে এক অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটেছিল। ফুটবল খেলা বাঙালি জাতির সামনে এমন এক সাংস্কৃতিক অস্ত্র তুলে ধরেছিল, যার মাধ্যমে একই নিয়ম-নীতির আধারে ইংরেজের সঙ্গে শারীরিক ও মানসিকভাবে সমানে সমানে লড়াই করা যায় এবং তাদের পরাজিত করা যায়। এই অর্থে ক্রমশ ফুটবল বাঙালিকে এক বিশিষ্ট ঐক্যমূলক সাংস্কৃতিক সত্তা দান করেছিল। বাঙালির এই ফুটবলীয় সত্তার মধ্যে জাত-পাত, ধর্মসম্প্রদায় বা শ্রেণীবিভেদের ঊর্ধ্বে এক জাতীয় চেতনার ধারক ও বাহক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল।

কিন্তু, শিল্ডজয়ের প্রেক্ষাপটে উদ্বোধিত এই ক্রীড়াজাতীয়তাবাদ চরিত্রগতভাবে কেমন ছিল— 'বাঙালি' না 'ভারতীয়'— তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। ঐ সময়কার সংবাদপত্র-পত্রিকায় 'বাঙালি' ও 'ভারতীয়' নেশনকে প্রায় সমার্থকরূপে দেখানো হয়েছিল।[৪৯] বস্তুত, মোহনবাগানের শিল্ড ফাইনালে ওঠা যেন এক অভূতপূর্ব জনজাগরণের সৃষ্টি করে।[৫০] শ্রেণী-জাতপাত-ধর্ম-বর্ণ— এ সবকিছুর ঊর্ধ্বে ইংরেজকে তাদের খেলায় হারাবার স্বপ্নে বিভোর বাঙালির জাতীয়তাবোধ ভারতীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। সুতরাং, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে এই ফুটবল বিজয়কে উপস্থাপনা করাটা বোধহয় অযৌক্তিক হবে না। মোহনবাগান শিল্ড ফাইনালে ওঠার পর বাঙালি হৃদয়ের একমাত্র আকুতি ছিল জাতিদর্পে গর্বিত সাদা ইংরেজকে খেলার মাঠে হারিয়ে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক জীবনে বাঙালির লুপ্ত আত্মসম্মান ও বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করা। জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতারা বা ইংরেজ-ভারতীয় শাসনের ভারতীয় প্রতিনিধিরা যে জাতীয় মর্যাদা রক্ষায় ক্রমাগত ব্যর্থ হচ্ছিলেন, মোহনবাগানের তরুণ ফুটবলাররা যেন সেই মর্যাদা ফিরিয়ে আনতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। দেশের সার্বিক ব্যর্থতার মধ্যে আত্মাভিমানী হতাশাগ্রস্ত বাঙালি তথা দেশবাসীর কাছে তাই মোহনবাগানের জয় ছিল আশার আলোকবর্তিকা। অসংখ্য ফুটবলপ্রেমী বাঙালির কাছে ফুটবলমাঠ ছিল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক ক্ষেত্রে ইংরেজের শোষণ-শাসনের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার রণক্ষেত্র।[৫১] আর শিল্ড জয় করে মোহনবাগান যেন সেটাই করে দেখিয়েছিল।

Scanned with CamScanner

স্বদেশীযুগে বাঙালিসমাজের একটি বড় অংশ ছিল শিক্ষিত, বুদ্ধিদীপ্ত ও স্বচ্ছল; কিন্তু প্রত্যক্ষ ইংরেজ-বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানে দ্বিধাগ্রস্ত। একইভাবে শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালি বিশেষত সরকারি চাকুরে, কেরানি, অথবা শ্রমিকদেরও প্রত্যক্ষ ইংরেজ-বিরোধিতা কর্মক্ষেত্রে সম্ভব ছিল না। অথচ, এদের সংখ্যাগরিষ্ঠেরই জাতীয়তাবোধে কোন খামতি ছিল না। স্বভাবতই, ফুটবল-মাঠে ইংরেজকে হারানোর মধ্য দিয়ে তারা পেতেন যেন স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়লাভের এক অনাস্বাদিত মানসিক তৃপ্তি। অসংখ্য বাঙালির এই অবরুদ্ধ ও অবচেতন জাতীয়তাবোধের স্বচ্ছন্দ স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটত ফুটবলমাঠের দর্শকাসনে কিংবা ক্লাব সংগঠনের কাজে। ইংরেজ দলের বিরুদ্ধে স্বদেশীয় দলের খেলায় স্বদেশী সমর্থন প্রায়শই এক জাতীয়তাবাদী সমর্থনের স্তরে উন্নীত হত। আর ময়দানের দৈনন্দিন দর্শক-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেত বাঙালির ইংরেজবিদ্বেষ ও জাতীয়তাবাদী আবেগ-উত্তাপ।[৫২] ১৯১১-র শিল্ড ফাইনাল খেলার দিন ঠিক এ-ধরনেরই এক উদ্বেলিত দর্শক-প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গিয়েছিল।[৫৩] মোহনবাগানের খেলায় বাঙালি দর্শকের জাতীয়তাবোধের আরও স্পষ্ট বর্ণনা পাই সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর লেখায়: "খেলার মাঠে ঢুকে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে যে অবিচার অনুষ্ঠিত হতে দেখেছে দেশের লোক, তাতে রক্ত ও বাক্য দুই-ই তপ্ত হয়ে উঠেছে ইংরেজের বিরুদ্ধে। আর এই তপ্ত বাক্য আর রক্তই ঘরে বাইরে স্বাধীন হবার সংকল্পে ধার জুগিয়েছে।"[৫৪] বস্তুতপক্ষে, খেলার মাঠে মোহনবাগান যেন রাজনীতিতে 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের সমর্থক হয়ে উঠেছিল।

ফুটবল মাঠে এই জয়ের রাজনৈতিক তাৎপর্যও কিছু কম ছিল না। *বসুমতী* পত্রিকা লেখে, "কংগ্রেসের খেলাঘর যেখানে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছে, সুরেন্দ্রনাথের মতো রাজনৈতিক নেতা এতদিন ধরে যে জাতীয় ঐক্য আনতে ব্যর্থ হয়েছেন, মোহনবাগানীরা খেলার মাধ্যমে সেই ঐক্যসূত্র তৈরি করেছে।"[৫৫] আরও মোক্ষম যুক্তি দিয়ে প্রায় কামন দাগল খোদ ইংরেজের মুখপত্র *দ্য ইংলিশম্যান*, "কংগ্রেস ও স্বদেশীওয়ালারা এতদিনের চেষ্টায় যা পারেনি, নেটিভদের চোখে ইংরেজদের সব ক্ষেত্রে অপরাজেয়তার সেই মিথ ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে মোহনবাগান।"[৫৬] তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়া অতিরঞ্জিত রূপও নিয়েছিল। যেমন *ইন্ডিয়ান মিরর* (*Indian Mirror*) মন্তব্য করে বসল, রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধে জয় নাকি প্রাচ্যকে ততটা আন্দোলিত করতে পারেনি, যতটা কিনা মোহনবাগানের শিল্ড জয় করেছিল।[৫৭] অবশ্য, ঐ বক্তব্যের

Scanned with CamScanner

সমালোচনা করে *প্রবাসী* লিখেছিল, "এ-জয়ে আমরা আনন্দিত হলেও বিস্মিত নই।... কিন্তু যারা এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে রুশ-জাপান যুদ্ধের প্রতিচ্ছবি দেখেছেন তাদের ভাবনায় সংযম ও হাস্যরসের পরিমিতির যথেষ্ট অভাব রয়েছে।"[৫৮] একইভাবে *মডার্ন রিভিউ* (*Modern Review*) আরও একধাপ এগিয়ে মন্তব্য করে, "পৌরুষ আর নেতৃত্ব ও সংঘবদ্ধতার গুণে আমরা আরও মহত্তর সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম— এ-বিশ্বাস যখন আমাদের আছে তখন সামান্য একটি ফুটবল খেলার সাফল্যের আনন্দে আত্মহারা হব কেন?"[৫৯]

বাঙালি সমাজে শিল্ডজয়ের রাজনৈতিক বা জাতীয়তাবাদী প্রভাবের গভীরতা সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে আরও কিছু আকর্ষণীয় বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। শিল্ডজয়ের বছরেই অর্থাৎ ১৯১১ সালে ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত করা হয়। রামচন্দ্র গুহ এই রাজধানী স্থানান্তরের সঙ্গে ফুটবলমাঠের যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করেছেন এইভাবে, "to pre-empt further humilitation the British adroitly and deliberately moved the seat of power from Bengal, away from its skillful footballers and its bomb-wielding nationalists"।[৬০] রুদ্রাংশু মুখার্জিও প্রায় একই সুরের প্রতিধ্বনি করেছেন তাঁর বক্তব্যে, "It appeared as some sort of recovery of dignity and self-respect in the year that Calcutta was to lose its status as the capital"।[৬১] আবার তাঁর মতে, শিল্ডজয়ের মধ্য দিয়ে নাকি পরবর্তীতে 'হিন্দ স্বরাজ'-এ গান্ধী-প্রচারিত নৈতিক শক্তিরই জয় ঘোষিত হয়েছিল।[৬২]

টনি ম্যাসন উপরোক্ত বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে লিখেছেন, "মোহনবাগানের জয় বাঙালি দৌড়বিদ্‌দের দ্বারা ফোর্ট উইলিয়মে বোমাবর্ষণও ঘটায়নি, কিংবা শান্তি-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে সামরিক বিদ্রোহও সৃষ্টি করেনি। এই জয় কেবল কলকাতার দেশীয় জনতার মধ্যে কিছুটা আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করেছিল; আর তারাও যে প্রভু ইংরেজের সমকক্ষ হতে পারে সেটা বুঝিয়েছিল। কিন্তু, একইসঙ্গে সেই প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধাও প্রমাণ করেছিল। বোধ হয় কর্তৃত্বের রহস্যের সেটাই মূল সুর।"[৬৩]

খেলা ও রাজনীতির সমীকরণ নিয়ে এ হেন ঐতিহাসিক বিতর্ক সত্ত্বেও বলা যায় হয়তো কলকাতা হতে রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটে শিল্ডজয় একটা পরোক্ষ অনুঘটকের কাজ করেছিল। জাতীয়তাবাদী

Scanned with CamScanner